গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি মাধ্যমিক-৩
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.shed.gov.bd

নথি নং-৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৯.০০১.২০১৯.২৯৪ তারিখ: ৩০.১০.২০১৯খ্রি:

বিষয় : বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ০৫.০৯.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রসংগে।

উপযুর্ক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবলকাঠামো ও এম.পি.ও. নীতিমালা-২০১৮ এর ১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতার সরকারি অংশ স্থগিত, কর্তন, বাতিল ও ছাড়করণের নিমিত্ত ০৫.০৯.২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পুনর্বিবেচনা কমিটির সভার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে :

ক্র: নং	বিবেচ্য বিষয়	কমিটির সুপারিশ
১.	সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন পাইলগাঁও বিএন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১৪.০২.২০১৯ তারিখের ০৪জি/৪৪৪-ম/১২/৪৪৪ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলাধীন পাইলগাঁও বিএন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক বিদ্যালয়ের ফান্ডের টাকা আত্মসাত করার অভিযোগ দাখিল করেন। উক্ত অভিযোগের বিষয়ে জেলা শিক্ষা অফিসার, সুনামগঞ্জ তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের আলোকে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ করায় কেন তার বেতন ভাতা বন্ধ করা হবে না মর্মে ২৮.০৫.২০১৮খ্রি. তারিখ কারণ দর্শানো পত্র দেয়া হয় এবং অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পুন:রায় তদন্তের প্রয়োজন হওয়ায় পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরকে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়। জনাব মাহমুদুল হক, অডিটর ও জনাব মো: আব্দুল্লাহ আল মামুন, সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। মন্তব্য: প্রধান শিক্ষক খুব বিচক্ষনতার সাথে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ টাকা ব্যাংকের সাধারন তহবিলে জমা না দিয়ে হাতে রেখে খরচ করেছেন। খরচের ভাউচার সম্পর্কে কমিটির অনুমোদনের কোন প্রমান নেই। অভ্যন্তরীন অডিট কমিটিগুলোর রিপোর্ট ভিন্ন ভিন্ন, কোম্পানীর অডিটেও যথেষ্ট গড়মিল দেখা যায়। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাৎ করেছেন এটা স্বীকৃত সত্য বিদ্যালয়ের বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জনাব মো: মোজাহিদগণি ২ (দুই লক্ষ) টাকা বিদ্যালয়ের তহবিলে জমা দিয়ে নিজের নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গেট নির্মাণ করেছেন।	পাইলগাঁও বি এন উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জনাব এ.কে.এম বদরুজ্জামান এর বেতন-ভাতা যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক বন্ধ করা এবং সভাপতির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।
২.	গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন মথরপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পর্যায়ে এম.পি.ও কোড প্রদান সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১৯.০২.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৩৫০.১৮/৫৯১ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, গত ১০.১২.২০১৮খ্রি. তারিখে গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলাধীন মথরপাড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক পর্যায়ে এম.পি.ও. কোড প্রদানের নিমিত্তে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৩৫০.২০১৮.১৭০০৯/২, তারিখ: ২৬.১১.২০১৮খ্রি. মোতাবেক সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে বার্ষিক পরীক্ষা চলমান ছিল। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত ৩০৪ জন ছাত্রী অধ্যয়নরত পাওয়া যায়। মোট কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকা ১৪ জন এবং কর্মচারী ০৩ জন। এম.পি.ও ভুক্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা ১৩ জন এবং কর্মচারী ০৩ জন। প্রতিষ্ঠানটি ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ০১.০১.২০০২ সালে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠদানের অনুমতি ও	অনলাইনে আবেদন ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্তর এম.পি.ও. ভুক্তির কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	০১.০১.২০০৫ তারিখে একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ৩১.০৫.২০১০ তারিখে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে এম.পি.ও.ভুক্ত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, দিনাজপুর কর্তৃক ০১.০১.২০১৭ তারিখ থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগসহ একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করে। বিদ্যালয়টিতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও শ্রেণি কক্ষ আছে। কাম্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কর্মচারী কর্মরত আছে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি দ্বারা পরিচালিত। পাবলিক পরীক্ষার পাশের হার সন্তোষজনক বিদ্যালয়টিতে মাধ্যমিক পর্যায়ে এম.পি.ও কোড প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হলো।	
৩.	দিনাজপুর জেলার সদর উপজেলাধীন কাশিপুর হাই স্কুল এর প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) মো: ইসমাঈল হোসেনের বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১২.০৩.২০১৯ তারিখের ৬৪/৪জি-১৩৯০-ম/০৬/১০৫৫ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, জনাব মো: ইসমাইল হোসেন প্রধান শিক্ষক থাকাকালীন বিদ্যালয়টি নিম্নমাধ্যমিক হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্ত ছিল। তিনি প্রধান শিক্ষক হিসেবে ০৭ কোডে এম.পি.ও. ভুক্ত হন। তার নামে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে দুদক দিনাজপুর সদর থানায় দুইটি মামলা দায়ের করেন যার নং-৬/১৯৮৮ ও ৭/১৯৮৮। পরবর্তীতে মামলা দুইটি হতে ২৯.০৯.২০১০ ও ৩১.১০.২০১১ খ্রি. তারিখ অব্যাহতি পান। নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাসের অভিযোগে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হওয়ায় ম্যানেজিং কমিটির ০১.১২.১৯৯৩ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। উক্ত বরখাস্তের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী এর আপিল এন্ড আরবিট্রেশন কমিটির সিদ্ধান্ত চাওয়া হলে ০৫.০৮.১৯৯৭ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরখাস্তকরণের আবেদন বাতিল করে পুর্ণবহালের আদেশ দেন। কিন্তু তাহার Suspension প্রত্যাহারের বিষয়ে ম্যানেজিং কমিটি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। মামলা সংক্রান্ত বিষয় আইন শাখার মতামত হলো : Since he was acquitted from the said criminal allegation, our opinion is that he is entitled to his subsistence allowance from 1994 to 1999, i.e during the period of his suspension while he was validly enlisted in the MPO scheme. এক্ষেত্রে বর্ণিত শিক্ষক/আবেদনকারী যতদিন পর্যন্ত এম.পি.ও ভুক্তি থাকা অবস্থায় (Subsistence allowance) প্রাপ্য ছিলেন তথা ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত সঠিক হিসাবান্তে বৈধ উত্তরাধীকারী/উত্তরাধিকারীগণ প্রাপ্য বলে বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা মতামত প্রকাশ করেন। উল্লেখ্য যে ১৯৯৭ খ্রি. থেকে শিক্ষক কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত হিসাবের মাধ্যমে বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদান শুরু হয়। তৎকালীন ম্যানেজিং কমিটি উক্ত শিক্ষক এর ব্যাংক হিসাব নম্বর করা থেকে বিরত রাখেন। ফলে ফেব্রুয়ারি/১৯৯৯ মাসে এম.পি.ও সিটে Stop Payment লেখা আসে। মার্চ/১৯৯৯খ্রি. থেকে তার নাম এম.পি.ও সিট হতে কর্তন হয়। সাময়িক বরখাস্তের পর জুন ১৯৯৯খ্রি. থেকে সেপ্টেম্বর/২০০০ পর্যন্ত তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে অবসর গ্রহণ পর্যন্ত তিনি কোন প্রকার বেতন ভাতা গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায়, দাবীকৃত বকেয়া বেতন ভাতার সময় কাল ১৫ বছরের অধিক সময় পূর্বের হওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত (বর্তমানে মৃত) প্রধান শিক্ষক জনাব মো: ইসমাইল হোসেন ম্যানেজিং কমিটি কর্তৃক ১৯৯৪-১৯৯৯ পর্যন্ত সময় তাকে Suspension Allowance প্রদানের বিষয় পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে কাগজপত্র প্রেরণ করেন।	প্রধান শিক্ষক (অবসরপ্রাপ্ত) জনাব মো: ইসমাঈল হোসেনের বকেয়া বেতন-ভাতা যাচাইঅন্তে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ।
৪.	বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলাধীন কালেঙ্গা আম্বিয়া খাতুন নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্যাটার্ণ অতিরিক্ত জনাব মো: কামাল হোসেন, সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) এবং জনাব মো: মাসুদুর রহমান খান, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) এর এমপিও বাতিল করণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১৩.০৩.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৬৬.১৯.১০৫৮ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলাধীন কালেঙ্গা আম্বিয়া খাতুন নিম্ন মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সমাজ	জনাব মো: কামাল হোসেন, সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) এবং জনাব মো: মাসুদুর রহমান খান, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) এর এম.পি.ও. বাতিল করা এবং যারা এম.পি.ও. প্রদানের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে

	বিজ্ঞান ক্যাটাগরিতে (১) মো: এনায়েত হোসেন পান্না, (২) মো: কামাল হোসেন (৩) মো: মাসুদুর রহমান খান এম.পি.ও ভুক্ত আছেন। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটি নিম্ন মাধ্যমিক পর্যন্ত এম.পি.ও ভুক্ত হওয়ায় সমাজ বিজ্ঞান বিভাগে ০১ জন শিক্ষক প্রাপ্য । তবে প্রাপ্য একটি পদের বিপরীতে (১) মো: এনায়েত হোসেন পান্না, সহকারী শিক্ষক (সমাজ বিজ্ঞান) পদে ০১.০৪.২০০০ থেকে এম.পি.ও.ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও (২) মো: কামাল হোসেন, সহকারী শিক্ষক (ব্যবসায় শিক্ষা) গত ০১.০৪.২০০১ থেকে এবং (৩) মো: মাসুদুর রহমান খান, সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি), গত ০১.০৪.২০০০ থেকে অবৈধভাবে এম.পি.ও ভুক্ত হয়ে সরকারি অর্থ আত্মসাত করছেন। যা আদায় যোগ্য। ইহা জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ১৮.১(ক) এবং ১৮.১(ঘ) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য এবং উল্লিখিত শিক্ষকদ্বয় প্রাপ্যতার অতিরিক্ত হিসেবে অবৈধভাবে এম.পি.ও.ভুক্ত হওয়ায় তাদের নাম এম.পি.ও হতে বাতিল করা প্রয়োজন।	আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হলো।
৫.	ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলাধীন ভরাডোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মনোয়ারা বেগম এর এম.পি.ও.ভুক্তি প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১৪.০৩.২০১৯ তারিখের - ৫২৭/৪জি-১৮৯-ম/২০১২/১০৭৪ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলাধীন ভরাডোবা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি ১৯৮৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৯৫ সালে এম.পি.ও ভুক্ত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক (শরীরচর্চা) জনাব মনোয়ারা বেগম ০৭.১২.২০০১ সালে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে ০১.০১.২০০২ সালে যোগদান করেন। নিয়োগকালীন সময়ে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা :এসএসসি-২য়-১৯৯১, এইচএসসি-২য়-১৯৯৩, বিএসএস-২য়-১৯৯৬। নিয়োগকালিন সময়ে জনাব মনোয়ারা বেগমের বিপিএড সনদ ছিল না । পরবর্তীতে তিনি ২০০৪-২০০৫ শিক্ষা বর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপিএড কোর্সে ভর্তি হয়ে চুড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২য় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এমতাবস্থায়, জনাব মনোয়ারা বেগম কর্তৃক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিপিএড ডিগ্রী অর্জন করায় জেলা শিক্ষা অফিসার তাকে এম.পি.ও. ভুক্তির সুপারিশ করেন।	এম.পি.ও. নির্দেশিকা ২০১০ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০.১১.২০১২ তারিখের ২৯০ নং- স্মারক অনুযায়ী জনাব মনোয়ারা বেগম-কে এম.পি.ও. ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৬.	ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল কমলাপুর শেরে-ই-বাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব রফিকুল ইসলাম, এর এম.পি.ও. স্থগিত করার পরিপ্রেক্ষিতে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রিট পিটিশন নং-৬৯৫৭/২০১৮ দায়ের করা হয়। উক্ত রিট পিটিশনের আদেশে জনাব রফিকুল ইসলাম কে তার চাকুরী হতে সাময়িকভাবে বহিস্কৃত থাকা অবস্থায় খোরপোষ ভাতা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ০৮.০৪.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.০৯৪.২০১৭/১৫৭৪ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, ঢাকা মহানগরীর মতিঝিল থানাধীন কমলাপুর শেরে-ই-বাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) জনাব রফিকুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১০৩৫৯৭৫) ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত এস.এস.সি ও সমমান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অন্যান্য অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় ০৭.০৩.২০১৭ খ্রি. তারিখের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। তিনি উক্ত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার ও বেতন ভাতাদি প্রদানের জন্য মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-৬৯৫৭/২০১৮ দায়ের করেন। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে উক্ত রিট মামলার আদেশ প্রদানে করে রায় নিম্নরুপ: Pending hearing of the Rule, the Respondents are directed to pay the subsistence allowances and other benefits to the petitioner in accordance with law. উক্ত আদেশের বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত নিম্নরুপ : Our opinion is that the Directorate of Secondary and higher Education should request the Ministry to pay subsistance allowncess and other benefits to the petitioner in accordance with law as per adintirim order of the Hon'ble Court.	কমলাপুর শেরে-ই-বাংলা রেলওয়ে উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব রফিকুল ইসলাম শুধুমাত্র খোরপোষ ভাতা পাবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

	অপরদিকে জনাব মো: রফিকুল ইসলাম (ইনডেক্স নং-১০৩৫৯৭৫) সহকারী শিক্ষক (ইংরেজি) কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১৩.০১(অংশ-২).৩৩৬, তারিখ: ২৮.০৩.২০১৭ মারফত এস.এস.সি ও সমমান পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অন্যান্য অনিয়মের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে মে/২০১৭ হতে তার এম.পি.ও স্থগিত (Stop Payment) করা হয়। যা বর্তমানে চলমান আছে। এক্ষেত্রে মো: রফিকুল ইসলাম এর এম.পি.ও স্থগিত (Stop Payment) থাকা অবস্থায় খোরপোষ ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর অবহিত করেন। সদয় সিদ্ধান্তের জন্য নথি সভায় উপস্থাপন করা হলো।	
৭.	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তালিকাভুক্ত কর্মচারী (বিশেষ সুবিধাদি) বিধিমালা-২০১৫ এর আওতায় বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ০২ জন সহকারী শিক্ষক এর বকেয়া বেতন ভাতাদি প্রদান সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ০৮.০৪.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.১৬৫.২০১৭.২১২৬ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি উপজেলাধীন পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয় ও পূজগাং মুখ উচ্চ বিদ্যালয়ে নিম্নেবর্ণিত ০২ (দুই) জন সহকারী শিক্ষক (জনসংগতি সমিতির সদস্য) নিম্নোক্ত তারিখে পুন:যোগদান করেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের তালিকাভুক্ত কর্মচারী (বিশেষ সুবিধাদি) বিধিমালা-২০১৫ এর আওতায় নিম্নেবর্ণিত শিক্ষকদ্বয় বকেয়া বেতন ভাতা প্রাপ্তির আবেদন করেছেন।	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্কুলার অনুযায়ী আবেদনকারীগণ বকেয়া পাবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শিক্ষক কর্মচারীর নাম/পদবী, ইনডেক্স নম্বর জন্ম তারিখ	১ম যোগদান ও পুন:যোগদান	অনুপস্থিতকাল	অনুপস্থিতকালীন সময়ের বকেয়া টাকার পরিমান	পুন:যোগদানের পরের বকেয়া টাকার পরিমান	সর্বমোট বকেয়া টাকার পরিমান
খোকন বিকাশ চাকমা সহকারী শিক্ষক জন্ম তারিখ: ১৮.০৭.১৯৬৩ ইনডেক্স নং-১২৪৪৫১(পূর্বের) ইনডেক্স নং-৪৪২৪৩৬ (পুন: যোগদানের পর) পানছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।	১ম যোগদান ২২.০৮.১৯৮৫ পুন: যোগদান ০৯.১২.১৯৮৮	০১.১২.১৯৮৮ হতে ০৭.১২.১৯৯৮ইং পর্যন্ত	২, ১৪,২৫৭/৬৬	৫২,৬৫০/১২	২,৬৬,৯০৭/৭৮
সুপ্রকাশ চাকমা, সহকারী শিক্ষক জন্ম তারিখ: ৩০.০২.১৯৬০ ইনডেক্স নং-১০০২৭০ পূজগাং উচ্চ বিদ্যালয়, পানছড়ি, খাগড়াছড়ি।	১ম যোগদান ০২.০২.১৯৮২ পুন: যোগদান ০৫.১১.১৯৯৮	২৬.০৫.১৯৮৯ হতে ০৪.১১.১৯৯৮ ইং পর্যন্ত	২, ০৪৭২৯/৬০	৭৭,০০৫/৮০	২,৮১,৭৩৫/৪০

৮.	মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলাধীন গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের ডবল শিফট এর বিপরীতে নিয়োগকৃত শিক্ষক কর্মচারীদের এম.পি.ও. ভুক্তি প্রসংগে। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২১.০৪.২০১৯ তারিখের ৪জি/৭৩২-ম/২০১২/১৭৫৭ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৩.০৮.২০১১ তারিখের স্মারক নং-শা:১২/ডবল শিফট-১/২০১১/২৫৬ মোতাবেক বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে এম.পি.ও না দেয়ার শর্তে ডবল শিফট খোলার সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে এম.পি.ও না দেয়ার শর্তে ডবল শিফটের অনুমোদন থাকায় উক্ত শিফটে নিয়োজিত শিক্ষক-কর্মচারীর এম.পি.ও ভুক্তির সুযোগ নেই। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডবল শিফটের শর্ত আরোপ করা হয়েছে এবং শর্ত শিথিলের বিষয়টিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারভুক্ত। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক এম.পি.ওভুক্তির শর্ত শিথিল ও সংশ্লিষ্ট কোন নির্দেশনা প্রদান করা হলে তা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হবে। এ বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।	অনলাইনে আবেদন ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্তর এম.পি.ও. ভুক্তির কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯.	রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন আদর্শ ডিগ্রী কলেজের ডিগ্রী স্তরে কোড প্রদানের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২৩.০৪.২০১৯ তারিখের-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৯৭.১৮/১৫২৪ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, জনবল কাঠামো ২০১৮ এর ৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন আদর্শ ডিগ্রী কলেজের ডিগ্রীস্তর এম.পি.ও কোডের প্রাপ্যতা আছে কিনা এ বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তর কে মতামত প্রদানের জন্য পত্র দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বিষয়টি তদন্ত করে। তদন্ত কর্মকর্তা নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করে : তদন্ত কর্মকর্তার মতামত : রাজশাহী জেলার পবা উপজেলাধীন আদর্শ ডিগ্রী কলেজটি ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে কলেজটিতে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), এবং ২টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বিষয়ে পাঠদান চলমান রয়েছে। কলেজটিতে মোট শিক্ষক ৫৯ জন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যক্ষসহ ১৩ জন শিক্ষক, স্নাতক (পাস) পর্যায়ে উপাধ্যক্ষসহ ৩৮জন শিক্ষক (১২ জন এম.পি.ও ভুক্ত) এবং স্নাতক(সম্মান) পর্যায়ের ০৮ জন শিক্ষক কর্মরত আছে। কলেজটিতে প্রদর্শক ০৪ জন, গ্রন্থাগারিক ০১ জন, সহকারী গ্রন্থাগারিক ০২ জন, শরীরচর্চা শিক্ষক ০১ জন এবং অফিস সহায়ক ১৭ জন কর্মরত আছে। কলেজটির বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল ও কলেজ) জনবল কাঠামো ও এম.পি.ও নীতিমালা-২০১৮ এর অনুচ্ছেদ ৫ (৫.১,৫.২,৫.৩,৫.৪,৫.৫,৫.৬ ও ৫.৭) এর প্রাপ্যতা ও শর্ত পূরণ হয়েছে। সুতরাং কলেজটির স্তর পরিবর্তন করে ডিগ্রী কোড প্রদান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী ০৪টি মানদন্ডের ভিত্তিতে এম.পি.ও. ভুক্ত করা হয়।	অনলাইনে আবেদন ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্তর এম.পি.ও. ভুক্তির কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১০.	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ইসলামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এম.পি.ও. ভুক্ত শুন্য পদে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকের এম.পি.ও. প্রদান সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ০৯.০৫.২০১৯ তারিখের ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৩৬৮.২০১৮/২১৭১ নং- স্মারকে অবহিত করেন যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এম.পি.ও.ভুক্ত শুন্য পদে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকদের এম.পি.ও.ভুক্ত করণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৬.০৫.২০১৬ ও ১৭.১২.২০১৭ তারিখের পত্রে প্রস্তাবিত শিক্ষকদের এম.পি.ও ভুক্তির বিষয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। নির্দেশনা মোতাবেক জেলা শিক্ষা অফিসার, চাপাইনবাবগঞ্জ কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত নিম্নরূপ : **তদন্ত কর্মকর্তার মতামত** : প্রতিষ্ঠাকালীন সময় হতে ইসলামপুর বালিকা বিদ্যালয়ের সাথে প্রাথমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত রয়েছে। ১৯৮৫ সালের এম.পি.ও. পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, তখন বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক হিসেবে এম.পি.ও. ভুক্ত হয় এবং এম.পি.ও.ভুক্ত শিক্ষক সংখ্যা ০৯ (নয়) জন। জানুয়ারী/২০১৫ মাসের এম.পি.ও.শীট পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যায়, ০৩ জন প্রাথমিক শিক্ষকের ইনডেক্স এর পূর্বে prit লিপিবদ্ধসহ মোট ১৩ জন শিক্ষক কর্মরত । অপরদিকে, নভেম্বর/২০১৪ মাসের এম.পি.ও শীটে ১১ জন +প্রাথমিক ০৪ জন=১৫ জন শিক্ষক কর্মরত ছিলেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২৬.০৫.২০১৬ খ্রি: পত্রের আলোকে প্রাথমিক স্তরে বিধি অনুযায়ী ০৩ জন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা কর্মরত। উল্লেখ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-৩৭.০০.০০০০.০৭২.৪৪.০৬৯.১২.১৩ তারিখ: ২৬.০৫.২০১৬ খ্রি: অনুযায়ী এম.পি.ও. ভুক্ত শুন্য পদে প্রাথমিকে নিয়োগ করা হলে এম.পি.ও ভুক্ত করা যাবে কিন্তু কোন পদ সৃজন করা যাবে না । এমতাবস্থায়, সংশ্লিষ্ট সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শুন্য পদে এম.পি.ও. ভুক্তির বিষয়ে সদয় নির্দেশনা কামনা করা হয়।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার ইসলামপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক স্তরে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এম.পি.ও. ভুক্তির সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১১.	দিনাজপুর, ঠাকুরগাও, পঞ্চগড় জেলার ৩২ জন সহকারী শিক্ষকের এম.পি.ও. ভুক্তি সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২২.০৫.২০১৯ তারিখে ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.১৩৬.২০১৯/২২৬৪ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, জনাব মো:	৩২ (বত্রিশ) জন সহকারী শিক্ষকের নিয়োগকালীন নিয়োগ যোগ্যতা জনবল

	খোরশেদ আলম, সহকারী শিক্ষক, আরাজি বোচাপুকুর উচ্চ বিদ্যালয়, বীরগঞ্জ দিনাজপুর সহ ৩২ জন সহকারী শিক্ষক তাদের নাম এম.পি.ও. থেকে কর্তন হওয়ায় পুনরায় পূর্বের ইনডেক্স নম্বর বহাল রেখে জুলাই/২০১৩ হতে বকেয়া বেতন ভাতাসহ অনলাইন ব্যতিরেকে মাউশি অধিদপ্তর হতে সরাসরি এম.পি.ও. ছাড়করণের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবরে আবেদন দাখিল করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ১১.১২.২০১৮ তারিখের পত্রের মাধ্যমে আবেদনটির বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১১.০২.২০১৯ তারিখের পত্রের নির্দেশনার আলোকে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারগণ কে বর্ণিত ৩২ জন শিক্ষকের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে জেলা শিক্ষা অফিসার ৩২ জন সহকারী শিক্ষকের মধ্যে ২৮ জন সহকারী শিক্ষকের তথ্যাদি অধিদপ্তরে দাখিল করেন। এমতাবস্থায়, উল্লিখিত বিষয়ের আলোকে দিনাজপুর, ঠাকুরগাও ও পঞ্চগড় জেলার ২৮ জন সহকারী শিক্ষকের এম.পি.ও ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসারগণ কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্যাদি মহোদয়ের বরাবরে সুপারিশ প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, দিনাজপুর, ঠাকুরগাও, পঞ্চগড় জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ২৫৬ জন সহকারী শিক্ষকদের কোন কারণ দর্শানো ছাড়া জুলাই/২০১৩ এ এম.পি.ও সিট হতে নাম কর্তন করা হয়। পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশনের ২৮.০৬.২০১৫ তারিখের পত্রে তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত কাগজপত্রসহ দুর্নীতি দমন কমিশনে হাজির হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করে। দুর্নীতি দমন কমিশন ২৫৬ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুদকে মামলা না থাকায় তাদের এম.পি.ও ছাড়ের নির্দেশনা প্রদান করলে মন্ত্রণালয়ের ২৭.০৯২০১৭ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৪.০২৮০০১.(বকেয়া) ২০১৩ (খন্ড-১).৪৭৮ পত্রে তাদের এম.পি.ও ছাড়ের নির্দেশনা দেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর উক্ত শিক্ষকদের অন লাইনে আবেদনের পরামর্শ প্রদান করে। কিন্তু শিক্ষকগণ পূর্বের ইনডেক্স বহাল রেখে জুলাই/২০১৩ হতে বকেয়া বেতন সহ এম.পি.ও ছাড়করণের আবেদন জানায়।	কাঠামো অনুযায়ী সঠিক ছিল কিনা এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১২.	রাজশাহী জেলার মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রী কলেজ এর বেতন কোড ডিগ্রী পর্যায়ে /এম.পি.ও কোড প্রদানের বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১৭.০৬.২০১৯ তারিখের - ৭জি/৩৯(ক-৩)/২০০১/২২৩২ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, জনবল কাঠামো ২০১৮ এর ৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজশাহী জেলার মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রী কলেজে এম.পি.ও. কোডের প্রাপ্যতা আছে কিনা এ বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তর থেকে তদন্ত করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত নিম্নরূপ : মহব্বতপুর খানপুর ডিগ্রী কলেজটি এম.পি.ও. ভুক্তির জন্য মহামান্য হাইকোর্টের রায় কার্যকর করার ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ) এর শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান ও জনবলকাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা (৪ফেব্রুয়ারি, ২০১০ এ প্রণীত, মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৫নং অনুচ্ছেদের (ঘ) অনুযায়ী কাম্য শিক্ষার্থী এবং (ঙ) অনুযায়ী কাম্য ফলাফল সংক্রান্ত শর্ত দুটি অনুসরণ করা হয় নাই। উল্লেখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য অনলাইনে আবেদন করার বিধান রয়েছে এবং এম.পি.ও.নীতিমালা অনুযায়ী বাছাই সাপেক্ষে এম.পি.ও.ভুক্তি করা হয়ে থাকে।	অনলাইনে আবেদন ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/স্তর এম.পি.ও. ভুক্তির কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৩.	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন বড়ইবাড়ী এ, কে উচ্চ ইনস্টিটিউশন ও কলেজের অধ্যক্ষ পদে মো: সোলায়মান শিকদার এর এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১১.০৭.২০১৯ তারিখের - ৩৭.০২.০০০০.১০৫.৩১.০৬৬.২০১৯/২৬৩৫ নং স্মারকে অবহিত করেন যে, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন বড়ইবাড়ী এ, কে উচ্চ ইনস্টিটিউশন ও কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জেসমিন আক্তার বর্ণিত কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের অনিয়মের প্রতিকার চেয়ে আবেদন করেন। তার অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য কাজী নূরে আলম সিদ্দিকী, উপপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার মতামত নিম্নরূপ:	গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন বড়ইবাড়ী এ, কে উচ্চ ইনস্টিটিউশন ও কলেজের জনাব মো: সোলায়মান সিকদার ১৬.০৭.২০১৪খ্রি: হতে ০৭.০৬.২০১৫ খ্রি: পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর উপরেজিস্ট্রার/সমপদ

জনাব মো: সোলায়মান সিকদার নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করে ১০.০৫.২০১৮খ্রি: তারিখে অধ্যক্ষ পদে যোগদান করেন। তিনি ১৬.০৭.২০১৪ খ্রি: হতে ০৭.০৬.২০১৫খ্রি: পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপ রেজিস্ট্রার/সমমান পদে কর্মরত ছিলেন। অসদাচরণ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আইনগত আদেশ অমান্য এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে তাকে উপ রেজিস্ট্রার/সমমান পদ হতে ০৮.০৬.২০১৫ তারিখে তার চাকুরির অবসান ঘটানো হয়। তিনি ১৬.০৭.২০১৪ খ্রি: হতে ১৪.০৮.২০১৪খ্রি: পর্যন্ত একই সাথে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার/সমমান পদে এবং মেজর জেনারেল মাহমুদুল হাসান আদর্শ মহাবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল এ কর্মরত ছিলেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরেজিস্ট্রার/সমমান পদ হতে ০৮.০৬.২০১৫ খ্রি: তারিখে অবসানের পর ২৭.০১.২০১৮ খ্রি: পর্যন্ত চাকরি সংক্রান্ত কোন রেকর্ড দেখাতে পারেননি।

আলহাজ্ব মো: আব্দুল হক সিকদার (অভিযোগকারী জনাব জেসমিন আক্তারের পিতা) অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে বাদী হয়ে বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, গাজীপুর এ ২৪.৫.২০১৮তারিখে দে: মো: নং-৪৯/২০১৮ দায়ের করেন।

উল্লেখ্য দে: মো: নং-৪৯/২০১৮ চলমান থাকা অবস্থায় ১৮.০৯.২০১৮ খ্রি: তারিখে মামলার একমাত্র বাদী আলহাজ্ব মো: আব্দুল হক সিকদার মৃত্যুবরণ করেন। ফলে মামলাটি খারিজযোগ্য। এ বিষয়ে ০৯.১০.২০১৮ খ্রি: তারিখে ৪র্থ সহকারী জজ আদালত গাজীপুর একটি রায় দিয়েছে। রায়ের কপিসহ অত্র অধিদপ্তরের আইন শাখার মতামত নেওয়া হয়। এ বিষয়ে বিজ্ঞ আইনশাখা মতামত প্রদান করেছেন।

<u>আইনশাখার মতামত</u>: গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলাধীন বড়ইবাড়ী এ, কে উচ্চ ইনস্টিটিউশন ও কলেজের অধ্যক্ষ পদে জনাব মো: সোলায়মান সিকদার কে কলেজ কর্তৃপক্ষ অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ প্রদান করেন। কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি অধ্যক্ষের এম.পি.ও.ভুক্তির জন্য অধিদপ্তরে আবেদন করেন। উপরোক্ত অধ্যক্ষের নিয়োগ ও এম.পি.ও.ভুক্তিকরণের বিষয়ে উপ পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা বিগত ২৪.০২.২০১৯খ্রি: তারিখে নং-ঢাঅ/বেসর/গাজীপুর/২০৬/১১৩৭ এ স্মারক পত্রে আইনগত নির্দেশনা/মতামত প্রদানের জন্য মহাপরিচালক বরাবর প্রেরণ করেন। নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অধ্যক্ষ পদে নিয়োগের বিরুদ্ধে কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য জনাব আলহাজ্ব মো: আব্দুল হক সিকদার বাদী হয়ে সহকারি জজ আদালত (শ্রীপুর) গাজীপুর এ দেওয়ানী মোকাদ্দমা নং-৪৯/২০১৮ দায়ের করেন। উক্ত মামলার বাদী (জনাব আলহাজ্ব মো: আব্দুল হক সিকদার) মৃত্যুবরণ করায় তার ওয়ারিশ (কন্যা) উক্ত মামলায় বাদী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করেন। বর্ণিত দেওয়ানী মোকদ্দমায় অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ ও এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে কোন নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা নেই। সুতরাং নিয়োগকৃত অধ্যক্ষ জনাব মো: সোলায়মান সিকদার কে উক্ত প্রতিষ্ঠানে এম.পি.ও.ভুক্ত করতে আইনগত কোন বাধা নেই।

তদন্ত কর্মকর্তার মতামত, আইন শাখা ও বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতের আলোকে জনাব মো: সোলায়মান সিকদার, অধ্যক্ষ এর নিয়োগ/এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা)শিক্ষক কর্মচারীগণের এম.পি.ও.ভুক্তি অনুমোদনের নিমিত্ত গঠিত চুড়ান্ত কমিটির সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরুপ :

কমিটির সুপারিশ: জনাব মো: সোলায়মান সিকদার ১৬.০৭.২০১৪খ্রি: হতে ০৭.০৬.২০১৫খ্রি: পর্যন্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর এর উপরেজিস্ট্রার/সমপদ চাকুরিতে থাকা অবস্থায় অসদাচরন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের আইনগত আদেশ অমান্য এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে উক্ত পদ থেকে ০৮.০৬.২০১৫খ্রি: তারিখে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ ধরনের ব্যক্তি বেসরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ পেতে পারেন কিনা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণের জন্য মন্ত্রণালয়ের আইনসেলে প্রেরণ করার বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অপরদিকে জনাব মো: সোলায়মান সিকদার একটি আবেদনে বি এস আর -১ এর আলোকে তাকে এম.পি.ও. ভুক্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন।

চাকুরিতে থাকা অবস্থায় অসদাচরন, উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণের আইনগত আদেশ অমান্য এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে উক্ত পদ থেকে ০৮.০৬.২০১৫ খ্রি: তারিখে মো: সোলায়মান শিকদার এর চাকুরির অবসান ঘটানো হয়। এখানে অবসান বলতে a) চাকরি হইতে অপসারণ (removal from service) অথবা b) চাকরি হতে বরখাস্ত (dismissal from service) কোনটি করা হয়েছে তা পরিষ্কার নয়। এমতাবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর হতে ইস্যুকৃত ১৭ জুন ২০১৫ তারিখের ০২(২৪১০) জাতী:বি:/প্রশা/ব্যক্তি/২০১৪/১ /২৯২৭ নং আদেশে চাকরির অবসান বলতে কি বুঝানো হয়েছে তার স্পষ্টিকরণ করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হতে মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪. মহামান্য হাইকোর্টের গত ১১.১০.২০১৭ইং তারিখের রায়ের প্রেক্ষিতে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন গোহাইলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জনাব দেলোয়ার হোসেন এর এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে মতামত প্রেরণ সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ১৫.০৪.২০১৮ তারিখে নং-৪জি-৩১৭৩-ম/১১/৬৬৬ স্মারকে অবহিত করেন যে, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন গোহাইলবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৯৯৯ সালে গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যমে জনাব জাহাঙ্গীর আলম ও দেলোয়ার হোসেন সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল শিট অনুযায়ী জনাব জাহাঙ্গীর আলম ১ম ও জনাব দেলোয়ার হোসেন ২য় হিসেবে নির্বাচিত হন। রেজুলেশন, নিয়োগপত্র ও যোগদানপত্র অনুযায়ী উক্ত শিক্ষকদ্বয়কে ১৫.০৯.১৯৯৯ ইং তারিখের মধ্যে যোগদান করার জন্য পত্র দেওয়া হলে জনাব জাহাঙ্গীর আলম ০৫.০৯.১৯৯৯ ইং ও জনাব দেলোয়ার হোসেন ০৯.০৯.১৯৯৯ তারিখে উক্ত বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। জনাব জাহাঙ্গীর আলম মে/২০১০ এ এম.পি.ও ভুক্ত হন। জনাব দেলোয়ার হোসেন এম.পি.ও ভুক্ত না হওয়ায় মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১৪৬৬/২০১১ দায়ের করেন।

উক্ত রিট পিটিশনের ১১.১০.২০১৭ তারিখের রায়ের বিষয়ে অত্র অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টা লিখিত মতামতে উল্লেখ করেন, Since the Hon'ble court directed the respondents to dispose of the application of the petitioner, concerned Department of the directorate should take necessary decision after perusal of the files of the above teacher as per law". উক্ত বিদ্যালয়ের মার্চ/২০১৮ এম.পি.ও শিট অনুযায়ী কোন শিক্ষকের পদ শুন্য নাই।

সিদ্ধান্ত: জনাব জাহাঙ্গীর আলম নিয়োগ পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী হওয়ায় এবং আগে যোগদান করায় তার এম.পি.ও. ভুক্তি সঠিক আছে মর্মে বিজ্ঞ আদালতকে জানিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৫. ২০১০ সালের পরে ডিগ্রী পর্যায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় শিক্ষকদের এম.পি.ও.ভুক্তি সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২৭.০৫.২০১৯ তারিখে নং-৩৭.০২.০০০০.১০৫.৯৯.০০৯.২০১৯/২০৩৪ স্মারকে অবহিত করেন যে, ২০১০ সালের পরে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী পর্যায়ে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত তৃতীয় শিক্ষকদের এম.পি.ও.ভুক্তির বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রোক্ত পত্র প্রেরণ করেন।
শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পত্রের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলো থেকে নামের তালিকা সংগ্রহ করে জনবল কাঠামো-২০১০ প্রকাশের পরে গভর্ণিং বডি কর্তৃক বিধি মোতাবেক নিয়োগকৃত ৩য় শিক্ষকদের সংখ্যা ৭৭০ জন এবং এনটিআরসিএস কর্তৃক নিয়োগকৃত ৩য় শিক্ষকদের সংখ্যা পাওয়া যায় ৭১ জন।

জনবল কাঠামো ২০১০ প্রকাশের পরে নিয়োগকৃত সর্বমোট ৮৪১ জন প্রভাষকের এম.পি.ও.ভুক্তিতে বাৎসরিক আর্থিক সংশ্লেষ নিম্নরুপ :

শিক্ষকের সংখ্যা	বেতন কোড	মূলবেতন	বাড়ি ভাড়া	চিকিৎসা ভাতা	উৎসব ভাতা	বৈশাখী ভাতা	বার্ষিক মোট বেতন ভাতা (৩+৪+৫+৬+৭)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৮৪১	৯	২২,০০০X ৮৪১X১২= ২২,২০,২৪,০০০/-	১,০০০ X ৮৪১X১২=১,০০,৯২,০০০/-	৫০০X ৮৪১X১২ =৫০,৪৬,০০০/-	১১,০০০X ৮৪১=৯২,৫১,০০০/-	২২,০০০X ৮৪১X২০%=৩৭,০০,৪০০/-	২৫,০১,১৩,৪০০/-
(বাৎসরিক আর্থিক সংশ্লেষ : পঁচিশ কোটি এক লক্ষ তের হাজার চারশত টাকা মাত্র)							

এমতাবস্থায়, এম.পি.ও.ভুক্ত ডিগ্রী কলেজের জনবল কাঠামো ২০১০ প্রকাশের পরে বিধি মোতাবেক নিয়োগপ্রাপ্ত ৮৪১ জন এম.পি.ও. বিহীন তৃতীয় শিক্ষকের সংখ্যা এবং বাৎসরিক আর্থিক সংশ্লেষ প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরণ করেন।

সিদ্ধান্ত: এ বিষয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (কলেজ-২), সহকারী পরিচালক (কলেজ-৩), সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক-২) এবং শিক্ষা কর্মকর্তা (আইন) সমন্বয় ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে, একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এ বিভাগে দাখিল করবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৬. ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন সবজে আলী (এস.এ) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এর বেতন কোড সংশোধন সংক্রান্ত।

মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর তাঁর কার্যালয়ের ২২.০৮.২০১৯ তারিখে নং-১৫২/৪জি-৭২৫-ম/০৮/৩০৯০ স্মারকে অবহিত করেন যে, ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও

সিদ্ধান্ত: ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলাধীন সবজে আলী (এস.এ) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক

	উপজেলাধীন সবজে আলী (এস.এ) বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (নিম্ন মাধ্যমিক এম.পি.ও.ভুক্ত) এর প্রধান শিক্ষক জনাব মো: আবুল কাশেম কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত রীট পিটিশন নং-১৭৭৬/১৯ এর ২১.০৩.২০১৯ আদেশের আলোকে বেতন কোড ০৮ এর স্থলে ০৭ কোডে বেতন ভাতা প্রাপ্যতার লক্ষ্যে মামলার নথিসহ আবেদন দাখিল করেছেন। আইন শাখার মতামত হলো : Pending hearing of the Rule, respondent No.2 is directed to dispose of petitioners representation dated 28.02.2018 (Annexure-G) in accordance with law within a period of 02 (two) months from receipt of the copy of this order. পিটিশনারের আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সর্বশেষ জনবল কাঠামো ও প্রচলিত বিধিমালা অনুসরণ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, বিদ্যালয়টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে এম.পি.ও.ভুক্ত। মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসেবে কোড প্রদানের এখতিয়ার অত্র অধিদপ্তরের নেই। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৮৪ সনে নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে এম.পি.ও.ভুক্ত হয় এবং বর্তমানে ও নিম্ন মাধ্যমিক হিসেবেই এম.পি.ও.ভুক্ত (প্রতিষ্ঠান কোড: ৪০০৮০৯১২০৪) রয়েছে। প্রাপ্য শিক্ষক ও কর্মচারী নিম্নমাধ্যমিক স্তরের প্যাটার্ণ অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক এর বেতন কোড যথাযথ আছে।	এর ০৮ এর স্থলে ০৭ কোডে বেতন ভাতা প্রদানের সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

০২. এমতাবস্থায়, পুনর্বিবেচনা কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

০৩/১০/২০১৯

(মো: কামরুল হাসান)
উপসচিব
ফোন: ৯৫৪০৫১৭
ই-মেইল: ds.mpo@moedu.gov.bd

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে :

১. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪. পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫. চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (সকল)।
৬. সিনিয়র সিস্টেমস এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৭. অফিস কপি।